টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Regd No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

(দাদাঠাকুর)

খাঁটি

উলের

নেইকো জুড়ি

শীতের পোষাক

আজই করি

প্রসিদ্ধ মিলের নানা রংএর নানা ধরণের

খাঁটি উলের একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

খেলা ঘর

রঘুনাথগঞ্জ।

৫৮-শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৬ই পৌষ বুধবার, ১৩৭৮ ইং 22nd Dec. 1971 | ২৮-শ সংখ্যা

ট্রেণে কাটা পড়ে ছাত্রের মৃত্যু

সাগরদীঘি, ১৮ই ডিসেম্বর গতকাল এখানে জঙ্গীপুর কলেজের ২য় বর্ষের ছাত্র শ্রীগুল আফসার ট্রেণের তলায় পড়ে গুরুতর জখম হন। তিনি জঙ্গীপুর থেকে বাসে সাগরদীঘি আসেন ৩৪৩ আপ প্যাসেঞ্জার ধরার জন্য। বাস আসার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেণ ট ছেড়ে দেয়। তিনি চলন্ত বাস থেকে নেমে চলন্ত ট্রেণে চাপতে গিয়ে পড়ে যান। পায়ের উপর দিয়ে ট্রেণের চাকা চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সাগরদীঘি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্ত্তি করা হয়। এখান থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে বহরমপুর সদর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে অপারেশনের পর তিনি মারা যান।

মুক্ত বাংলার মুক্ত নগরী
ঢাকার মুক্তিতে দিকে দিকে উল্লাস

রঘুনাথগঞ্জ—গত ১৬।১২.৭১ তারিখ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার রেডিও খবরে ঢাকা মুক্ত হওয়ার খবরে সারা দেশের জনগণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন। সেদিন অন্যান্য জায়গার মত সারা জঙ্গিপুর সহরেও জনসাধারণের মধ্যে আনন্দ-চাঞ্চল্য দেখা দেয়। রাত্রি ৮ টার সময় জঙ্গিপুর ছাত্রপরিষদ ও যুবকংগ্রেসের নেতৃত্বে একটি বিরাট মিছিল জয় বাংলা, ইন্দিরা মুজিবর জিন্দাবাদ, চীন মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ হুঁসিয়ার, বন্দেমাতরম্ ইত্যাদি ধ্বনি দিতে দিতে ও প্রচুর বাজি পুড়িয়ে সারা শহর পরিক্রমা করে। এই মিছিলে কিছু নিরপেক্ষ ও সাধারণ লোকও যোগ দেন। সর্বশেষে জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে মিছিলের সমাপ্তি ঘটে।

জিয়াগঞ্জ—মুক্ত বাংলার রাজধানী ঢাকায় পাক-জেনারেল নিয়াজির আত্মসমর্পণে দলমত নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধবনিতা পথে নেমে জয়োল্লাসে মেতে উঠেন। ছাত্র-পরিষদের সদস্যবৃন্দের নেতৃত্বে এক বিরাট জনতা মিছিল করে গোটা শহর পরিক্রমা করেন। তাঁরা পথচারীদের কপালে জয়টীকার নিদর্শন-স্বরূপ আবীরের টীকা পড়িয়ে দেন। তাঁরা "জয় ভারত" "জয় বাংলাদেশ" "ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী অটুট থাকুক" প্রভৃতি ধ্বনি দিতে থাকেন। ১৭ তারিখে স্কুল-কলেজে ছুটি পালিত হয়।

সাগরদীঘিতে—১৬ তারিখে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় ঢাকা পতনের সংবাদ প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে শোনার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণ উল্লাসে ফেটে পড়েন। আতসবাজী ফাটানোর হিড়িক পড়ে যায়। সাগরদীঘি ব্লকের তিনটি শরণার্থী শিবিরেও আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। সাহাপুর শরণার্থী শিবিরের শরণার্থীরা মিছিল করে সাগরদীঘির বিভিন্ন পথ "জয় ইন্দিরা" "জয় ভারত" "জয় বাংলাদেশ" ইত্যাদি ধ্বনি দিতে দিতে পরিক্রমা করেন। রাজধানীর মুক্তিতে এঁরা এখন দেশে ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল পক্ষ

সাগরদীঘি স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা কেন্দ্রের উদ্‌যোগে পক্ষকালব্যাপী এক সম্মেলনের উদ্বোধন করা হয়েছে গত ৬ই ডিসেম্বর। এই সম্মেলন ১৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত চলেছে। পাটকেলডাঙ্গা, বোখারা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ, মোরগ্রাম, বালিয়া, সাহাপুর, অনুপপুর, প্রভৃতি গ্রামে মায়েদের লুপ দানের ব্যবস্থা এবং বন্ধ্যাকরণ অস্ত্রোপচার, পুরুষদের নির্বীজকরণ অস্ত্রোপচার, বসন্ত রোগ প্রতিকার, সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনায় যে সকল বক্তা অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সাগরদীঘি স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার ডাঃ আর, এম, মণ্ডল, মেডিকেল অফিসার ডাঃ দিলীপকুমার ভট্টাচার্য্য, ডাঃ আলি মুর্ত্তজা এম, বি, বি, এস, পুষ্পরাণী মজুমদার, আল্পনা রায়, যমুনারাণী দাস, রেবতীকুমার সরকার শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা মণ্ডল, শ্রীঅমরেন্দ্র নারায়ণ চন্দ্র, শ্রীচিত্তমিত্র রায়, শ্রীরঘুনাথ সরকার, শ্রীআনোয়ার হোসেন এবং শ্রীএন, আর গাঙ্গুলী, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রমুখ। এই উপলক্ষে গত ৬ই ডিসেম্বর পাটকেলডাঙ্গায় আলকাপ গানের অনুষ্ঠান এবং ১২ই ডিসেম্বর বোখারায় চলচ্চিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়েছিল।

ভাল ফসল পেতে হলে সরকার অনুমোদিত বীজ ব্যবহার করুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই পৌষ বুধবার সন ১৩৭৮ সাল।

॥ নিয়তির ডাকে—১ ॥

বাংলাদেশে পাকিস্তান বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়কে প্রাক্তন পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান চাপা দিয়ে রাখিতে পারেন নাই। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার যখন বাস্তব সত্য হইয়া পড়িল, তখন পাকিস্তানে চলিল ইয়াহিয়া বিরোধী চরম বিক্ষোভ। প্রাক্তন পাক এয়ার মার্শাল আসগর খান ইয়াহিয়া খানের প্রকাশ্য বিচারের দাবী জানান। ইয়াহিয়া খানই পাকিস্তানের চরম শত্রু। কারণ পাকিস্তানে বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্য ইয়াহিয়া খান সম্পূর্ণ দায়ী। জঙ্গীশাহীর এই রত্নটি যখন বুঝিলেন অবস্থা বেগতিক, তখনই তিনি রাষ্ট্রপুঞ্জ হইতে জুলফিকার আলি ভুট্টোকে জরুরী তলব করিয়া তাঁহার হাতে পাকিস্তানের ক্ষমতা তুলিয়া দেন। গত ২০শে ডিসেম্বর পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির নেতা শ্রীভুট্টো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার হাতে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র দপ্তরও রহিয়াছে।

অবস্থার বিপর্যয়ে পাক জঙ্গীচক্র বুঝিল যে, তাহাদের দিন ফুরাইয়াছে। তাই শ্রীভুট্টোকেই তাহারা বাছিয়া লইয়াছে একাধারে রাজা এবং মন্ত্রী হিসাবে। পাকিস্তানের ইতিহাসে ২৫শে মার্চ একটি বিশেষ দিন। ইয়াহিয়া খান এই তারিখে সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীকে নিশ্চিহ্ন করার যজ্ঞাগ্নি জ্বালিয়াছিলেন এবং তাহার ফলশ্রুতি হইল পাকিস্তানের অঙ্গ হইতে একটি বিরাট অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া এক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম। ইহারই দুই বৎসর পূর্বে তৎকালীন পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানকে হঠাইয়া দিয়া ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করেন।

প্রেসিডেন্ট পদ ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছেন ইয়াহিয়া খান। ঘূণ-ধরা পাকিস্তানের ঘূণ পোকাটি গেল; কিন্তু কাঠ টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে। পুডিং এর কাজ চালাইলেও নব প্রেসিডেন্ট এই 'ড্যামেজ' সারাইতে অপারগ। হত্যালীলা ও নারকীয় কাণ্ডখানার পীঠভূমি রাওয়ালপিণ্ডি একসময় রাজা আর্থাররূপী ইয়াহিয়া খান এবং তাঁহার বিশ্বস্ত নাইটের দল—টিক্কা খান, পীরজাদা নিয়াজি, হামিদ খান প্রভৃতি—'একে একে নিভিছে দেউটি'।

ছিন্নভিন্ন পাকিস্তানের শবদেহের উপর বসিয়া কৃমিকীটভুক্ নব-দোয়েলটি মসনদ পাইয়াই হুঙ্কার ছাড়িয়াছেন যে, যে অপমানের বোঝা ভারত পাকিস্তানের উপর চাপাইয়াছে, এই দোয়েল তাহার বদলা লইবেনই। ফলে তিনি বাংলাদেশের জনগণের কাছে আবেদন জানাইয়াছেন যে, জঙ্গী-জমানার কেষ্টবিষ্টুদের ত্রুটি-বিচ্যুতি যেন তাঁহারা ক্ষমা করেন এবং ভুলিয়া যান। আর একই পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে একটা যেমন-তেমন ব্যবস্থা বহাল থাকুক। কারণ তাঁহার মতে এক নয়া পাকিস্তান গঠনে পূর্ব ও পশ্চিম অবিভাজ্য অংশ। তাই সমৃদ্ধিশালী, প্রগতিশীল ও শোষণমুক্ত এক নব পাকিস্তান গড়িয়া তুলিবার সঙ্কল্প তিনি লইয়াছেন। 'নিশার স্বপন সুখে সুখী যে, কী সুখ তার? /জাগে সে কাঁদিতে'/.....'হায়রে ভুলিবি কত আশার কুহক ছলে'/* * * 'হৃদয় কাননে কত শত আশালতা শুকায়ে মরিল'/ সাহেবের স্বপ্ন তারীফ করিবার মত। লক্ষ লক্ষ স্বজন হারাইয়া বাঙ্গালীর আজ যে অবস্থা, সর্বস্তরের মানুষকে নির্বিচার হত্যা যেভাবে এতদিন চলিয়া আসিয়াছে, যত্রতত্র পাক-জঙ্গীলাটের গণহত্যার ও নারকীয় কাণ্ডের যে সব নমুনা পাওয়া যাইতেছে, যাহাদের ধন-জন-জীবন এক প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্রে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবার পরিকল্পনা হাতে ছিল, তাহা ক্ষমা করা ও ভুলিয়া যাওয়ার জিনিসই বটে! বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ রক্তের মূল্যে যে স্বাধীনতা আপন হাতে অর্জন করিয়াছে, আজন্ম বাঙ্গালী ও ভারত-বিদ্বেষী—যিনি এক সময় 'হেট্ ইণ্ডিয়া' শ্লোগানে সারা পাকিস্তান চষিয়া বেড়াইয়াছেন, যিনি ভূতের মুখে রামনাম উচ্চারণ করার মত এখন নাকি সমাজতান্ত্রিকতার বুলি ঝাড়িতেছেন, যিনি এক ধারে আমেরিকা, অন্যদিকে চীনপ্রেমে মশগুল হইয়া একই অঙ্গে নানারূপের বহুরূপীত্ব দেখাইতেছেন, যিনি জাতিতে সিন্ধী, ধর্মে অনৈশ্লামিক ইসলামী, সংস্কৃতিতে বিজাতীয়, দীক্ষায় চীনা,—তিনি কর্তিতশ্রুতি না হইলে এইরূপ বলিতেন না। কোন দুর্ঘটনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গচ্ছেদ ঘটিলেও কেহ যেমন প্রথম প্রথম ইহা বিশ্বাস করিয়া লইতে পারে না, সাহেবের সেই অবস্থা হইয়াছে। ইহা দ্রষ্টাচারী রাজনীতি ছাড়া আর কিছু কি? আগামী দিনের ইতিহাসে পাক জঙ্গীশাহীর গণহত্যার তাণ্ডব সম্পর্কে যে রায় লিখিত হইবে, তাহাতে কেহ রেহাই পাইবে না। যে পুতুলনাচের আসর জমাইতে নব পাক প্রেসিডেন্ট চলিয়াছেন, তাহাতে নিজেই তিনি একটি বড় রকমের সঙ হইয়াছেন, ইহা বোধ হয়, অখণ্ড পাকিস্তানের স্বপ্ন-সুর্মা চোখে দেওয়ায় তাঁহার বুঝিবার সময় আসে নাই। সাহেবের এও এক নিয়তি! কারণ তিনি এখন কবিগুরু রচিত 'রাজর্ষি'-র পীতাম্বরের মত নিজেকে রাজাধিরাজ জ্ঞান করিতেছেন। তাঁহার হাজার বছরের রণসাধ এখনও আছে কি।

রঘুনাথগঞ্জ বালিরচরে ব্যবসায়ী আক্রান্ত

গত ১৫।১২।৭১ তারিখ রঘুনাথগঞ্জ থানার খিদিরপুর গ্রাম নিবাসী আমীর সেখ নামে জনৈক ছাতার ব্যবসায়ী তিন চারজন সঙ্গী নিয়ে বেলা তিনটেয় বাড়ী ফিরছিলেন। বালিরচর পার হওয়ার সময় হঠাৎ কয়েকজন গুণ্ডাপ্রকৃতির গোয়ালা তাদেরকে লাঠি ও হেঁসো নিয়ে আক্রমণ করলে তারা ছুটে পালায় ও স্থানীয় প্রশাসন বিভাগকে জানালে তৎক্ষণাৎ সেখানে পুলিশ গিয়ে গোয়ালাদের মধ্যে দু'জনকে ধরতে সমর্থ হন। পরে তাদের নামে একটি ডাইরী করা হয়।

রঘুনাথগঞ্জ থানার সোনাটিকুরী, গদাইপুর প্রভৃতি গ্রামের ফসলশুদ্ধ জমি গোয়ালরা বেপরোয়াভাবে গরু-মহিষ দিয়ে খাওয়াচ্ছে বলেও খবর পাওয়া যাচ্ছে।

বোমা বিস্ফোরণ

বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, গত ৫।১২।৭১ তারিখ নলহাটীতে জনৈক ধনী গৃহস্থের বাড়ীতে প্রচণ্ড শব্দে তিনটি বোমা ফাটে, কেউ হতাহত হন নি। পুলিশ নাকি গৃহকর্তাকে গ্রেপ্তার করেছেন।

এ চ্যালেঞ্জ আমরা রুখবই

—জাতির এই চরম সঙ্কটে, আসুন আমরা
আমাদের পবিত্র কর্ত্তব্য পালন করি ॥

আপনি কৃষক বা মজদুর, শিক্ষক বা ব্যবসায়ী, ছাত্র অথবা যে কেউই হন না কেন; আপনার একমাত্র পরিচয় হল আপনি ভারতবাসী। বলুন আপনি ভারতবাসী, ভারতকে রক্ষা করা আপনার একমাত্র পবিত্র কর্ত্তব্য। ভারতের মঙ্গলই আপনার মঙ্গল। আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বলুন ঃ-

+ আমরা খাদ্য দ্রব্য মজুত করব না এবং করতে দেব না।
+ দ্রব্য মুল্য বৃদ্ধি আমরা শান্তিপূর্ণ অথচ দৃঢ়তা সহকারে প্রতিরোধ করব।
+ গুজব ছড়াব না এবং গুজবে কান দেব না।
+ আতঙ্কিত হব না এবং আতঙ্কগ্রস্ত করব না।
+ ক্ষেতে কারখানায় অফিসে নিজের নিজের কাজ চালিয়ে যাব। উৎপাদন বাড়াব।
+ স্বাভাবিক জীবন যাত্রা চালাতে জেলা এংব মহকুমা কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করব।
+ নিজের নিজের এলাকায় শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখব।
+ অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের নিয়ম কানুন সম্পূর্ণ মেনে চলব।
+ শান্ত সংযত অথচ দৃঢ় থাকব ॥

জয় আমাদের হ'বেই—কারণ আমাদের পদক্ষেপ ন্যায়ের পথে ॥

মুর্শিদাবাদ জেলা শাসকের আদেশে, তথ্য এবং জনসংযোগ অফিস বহরমপুর হইতে নিবেদিত

শর্ট সার্ভিস কমিশনে সৈন্য বাহিনীতে লোক নিয়োগ

ভারতীয় সৈন্য বাহিনীতে শর্ট সার্ভিস কমিশন পরীক্ষার জন্য ভারতীয় নাগরিকদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। সরকারী কর্মচারীরাও আবেদন করিতে পারেন। এই পরীক্ষা ১৯৭২ সালের মে মাসে, মাদ্রাজ অফিসার্স ট্রেনিং স্কুলে অনুষ্ঠিত হইবে।

বয়স সীমা যাহাদের জন্ম তারিখ ২রা মে ১৯৪৭ এবং ১লা মে ১৯৫৩ সনের মধ্যে তাহারাই উক্ত পরীক্ষার জন্য আবেদন করিতে পারেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে ইন্টারমিডিয়েট পাশ যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিরাই যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

পূর্ণ বিবরণের জন্য বহরমপুরস্থিত মিলিটারী রিক্রুটিং অফিসে যোগাযোগ করুন।

না এ সব চোরাকারবার নয়

সরকার হুঁশিয়ার করেছেন ব্যবসায়ীদের। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে চোরাকারবার করলে কঠোর শাস্তি হবে। এখানেও কিছুদিন আগে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শেষোক্তদের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, নিশ্চয়ই ন্যায্যমূল্যে জিনিসপত্র বিক্রি করা হবে।

প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাজ হয়েছে কিনা জানি না; তবে অনেক ভুক্তভোগীকে হাল আমলের বিদ্যুৎ বিভ্রাটে রেশন কার্ড প্রতি সপ্তাহে আধ লিটার কেরোসিনে নাকাল বাড়ত বলে এই বস্তুটির জন্যে নানা জায়গায়

—পার্শ্বের কলমে উপরে দেখুন

ছোটাছুটি করতে হয়েছে এবং ১·২০ থেকে ১·৫০ পর্যন্ত সেলামী দিয়ে এক লিটার কেরোসিন সংগ্রহ করতে হয়েছে। চিনি নাকি বিক্রি করতে হবে ২·২০ প্রতি কিলোতে। এখানে এই চিনি ২·৩০ দরে বিক্রি হয়েছে। আর সিমেন্ট? বেবীফুড? ব্যাটারী? সুবিধা মতন সুযোগে এর বর্দ্ধিত মূল্য শাশ্বত। এগুলো চোরাকারবার কে বললে? চুরি করে কারবার ত নয়। বেশী দামে বিক্রি করা ছাড়া আর কি!

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।
বার্ষিক মূল্য সডাক ৪·০০ চারি টাকা, শহরে ৩·০০ তিন টাকা,
প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

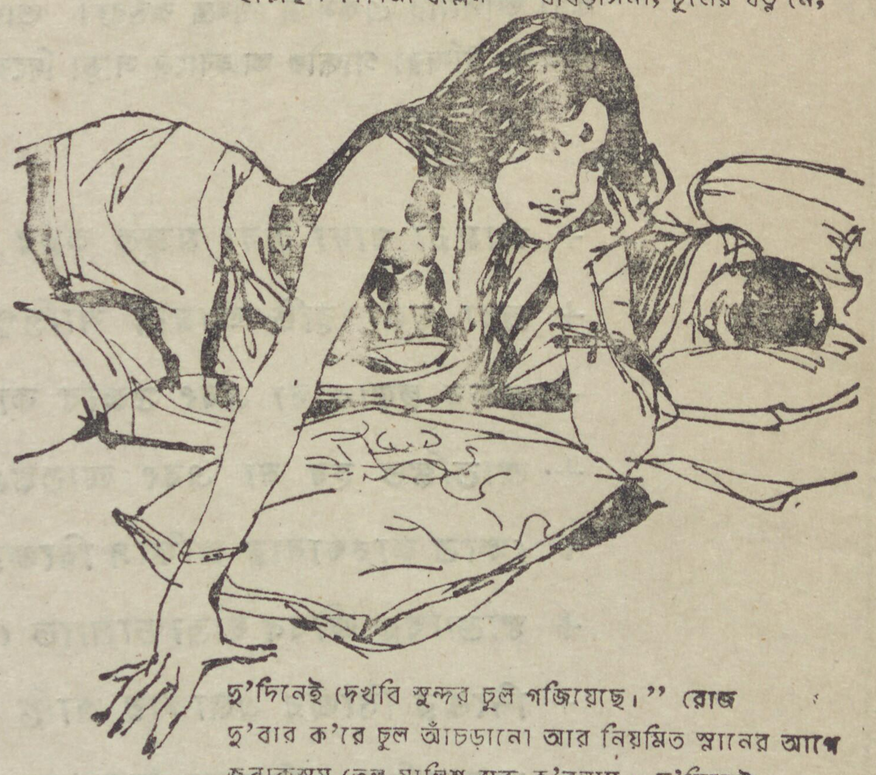

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া ও থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলো, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।